খ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। নোটিফিকেশন, টি. বি. ৩। তারিখ—১৭।৪।৫৯

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
GOVT. OF WEST BENGAL

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা

'ছবি-আঁকা' প্রথম ভাগে তোমরা অনেকটা আঁকতে শিখেছ, এখন এই দ্বিতীয় ভাগে আরও ভাল করে শিখতে পারবে, অনেক কথা জানতে পারবে। প্রথম ভাগে তোমরা খুশীমতো ছবি এঁকেছ, পরে ছবি দেখে এঁকেছ, তারপরে কল্পনা করে নানারকম বিষয়ে নানারকম জিনিসের ছবি শুধু-হাতে নিজের ইচ্ছেমতো এঁকেছ, আর খুশীমতো রং লাগিয়েছ। সেটা যে ভুল হয়েছে তা নয়, বরং তাতেই অনেকটা ছবি আঁকার হাত ঠিক হয়েছে। শুধু তাই নয়—আরও ভাল করে আঁকতে হলে যে সব বিষয় নতুন করে শিখতে হবে, সেগুলো শিখতে পারার ক্ষমতাও হয়েছে তোমাদের।

তাই এখানে প্রত্যেক পাতায় পাতায় তোমাদের জন্য কিছু কিছু নিয়ম আর উপায়ের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো ভাল করে মন দিয়ে পড়ে সেই মতো আঁকার চেষ্টা কোরো।

ভাল ছবি আঁকতে বা নির্ভুল ড্রয়িং করতে সবটাই নিজের খেয়ালে রেখা দিলে তো হয় না—কিছু কিছু ধরাবাঁধা নিয়মও মানতে হয়। অথচ, সেই নিয়মগুলোও কঠিন কিছু নয়, খুশীমতো রেখা টানার মতোই সহজ। আর খেয়ালখুশীকে বাদ দিলেও চলে না, বরং কিছু নিয়মের সঙ্গে কিছু নিজস্ব কল্পনা মিলিয়ে নিলেই ছবি ভাল হয়।

ভাল করে আঁকা, নির্ভুল ড্রয়িং করা খুব মন দিয়ে তোমাদের শিখতে বলছি কেন জানো? স্বাধীন দেশের ছেলে তোমরা, অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক বিষয় পড়তে হবে। শিখতে হবে সব রকমের হাতের কাজ আর সেই সঙ্গে ঘর সাজাতে হবে চমৎকার করে। ব্যবহারের সব জিনিসকে আরও সুন্দর করে তুলতে হবে; মোট কথা নিজের রুচিকে খুব উন্নত করতে হবে।

স্বাধীন সভ্য দেশে বড় চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন তো আছেই, তাছাড়া শিক্ষার অন্যান্য বিষয়—যেমন, এন্‌জিনিয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিকের সবকিছু, ভূগোল, জ্যামিতি, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সবেতেই প্রচুর ড্রয়িং করার দরকার হয়। ড্রয়িং আর ছবির সাহায্যে খুব ভাল করে শেখা যায় বলে, আজকাল সবকিছু শেখানোর ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত ড্রয়িংএর দিকে আগের চেয়েও বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। কাজেই—ছেলেবেলা থেকে চেষ্টা না করলে, শিখে না রাখলে, পরে অনেক বিষয় শিখতে গিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়বে, ভাল করে শিখতেও পারবে না। কারিগরি বা হাতের বিভিন্ন কাজে ড্রয়িং ছাড়া তো চলবেই না। এছাড়া পড়ার ঘর, শোবার ঘর, দৈনিক-ব্যবহারের জিনিসপত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে, কিছু কিছু নক্সা দিয়ে সুন্দর করে তুলতে হবে। আঁকার হাত পরিষ্কার না থাকলে, আর রংএর পছন্দ না থাকলে এসবের কিছুই সম্ভব নয়। জানো তো—কোন্ রংএর পাশে কোন্ রং থাকলে ভাল দেখায় তা অনেকেই ঠিক করতে পারেন না। আবার কেউ কেউ নীল আর সবুজের কিংবা লাল ও খয়েরীর তফাৎও বোঝেন না। ছবি আঁকার বা ড্রয়িং করার সঙ্গে সঙ্গে রংএর সম্বন্ধেও চোখটাকে ঠিক করে নিতে হবে। ভাব প্রকাশে রংএর প্রভাব কম নয় তাই প্রতিটি রংএর মনের কথা জানতে হবে, বুঝতে হবে।

এ সমস্ত প্রয়োজন তো আছেই, ঐ সঙ্গে মেয়েদের আবার সূঁচের কাজ করা, আলপনা দেওয়া, ঘরের জিনিসে রং-এ, সুতোয় বা অন্য কিছু দিয়ে নক্সা করা, এসবও জানতে হবে—শিখতে হবে। এতেই চাই ড্রয়িং।

কাজেই—এখন থেকে বেশ মন দিয়ে, মোটেই হেলাফেলা না করে আঁকা শেখো—ভাল করে আঁকার ছোটখাট নিয়মগুলো বুঝে নাও। আর এখন থেকে কোনো কোনো ড্রয়িংএ সরলরেখা টানতে একটা স্কেল কিংবা সঠিক বৃত্ত আঁকতে কম্পাস ব্যবহার করতে পারো। মেসিনপত্তরের ছবি আঁকতে জ্যামিতির চিত্র বা নক্সা করতে, সবটাই শুধু হাতে সম্ভব নয়। তবে ওসবের ব্যবহার যত কম করে পারো ততই ভাল। যা কিছু আঁকবে সেগুলি নিজে নিজে রং দিয়ে সাজাতে চেষ্টা করবে। একটু চিন্তা করে রং দিও।

আট রং-এর আটটি কাঠি-রং (প্যাস্টেল)
সাদা
লাল
হল্‌দে
নীল
কমলা
সবুজ
বেগ্‌নী
কালো
এ-রং পেন্সিলের মতো কাগজে ঘষে লাগাতে হয়
নীল
লাল
হল্‌দে
লাল
হল্‌দে
নীল
সাদা
এইটে মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে
কোন্‌ কোন্‌ রং-এ মিশে কি রং হয়।
সাদা
লাল
হল্‌দে
নীল
কমলা
সবুজ
বেগ্‌নী
কালো
আট রং-এর আটটি জল-রং। এ-রং অল্প জলে ঘষে গুলে নিয়ে তুলিতে করে লাগাতে হয়।
তুলি
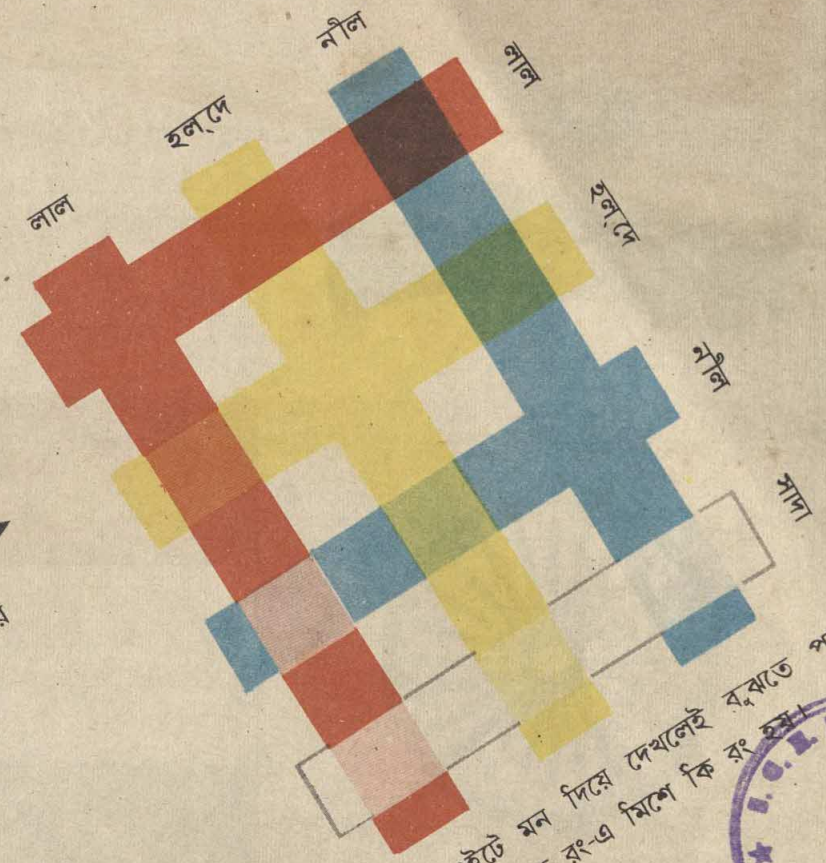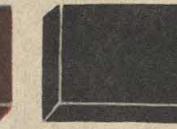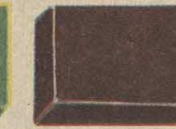
9736 ক
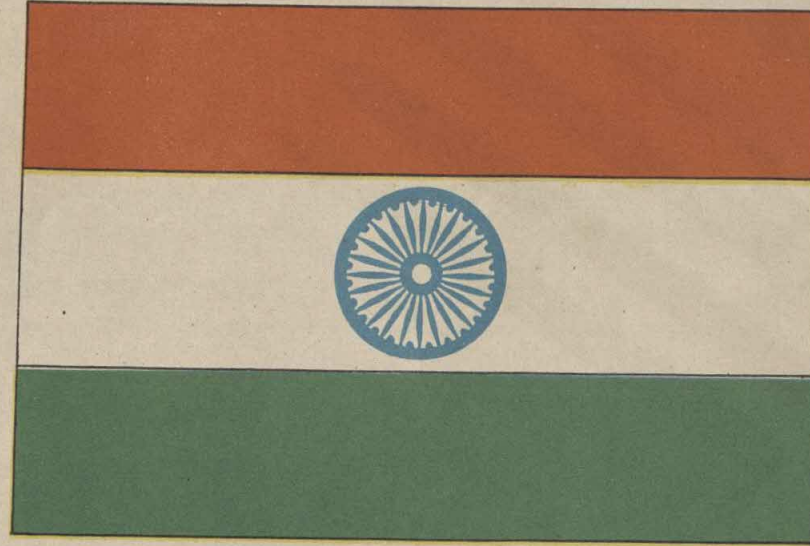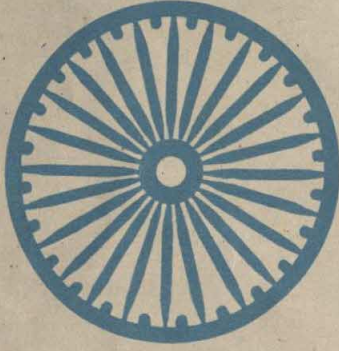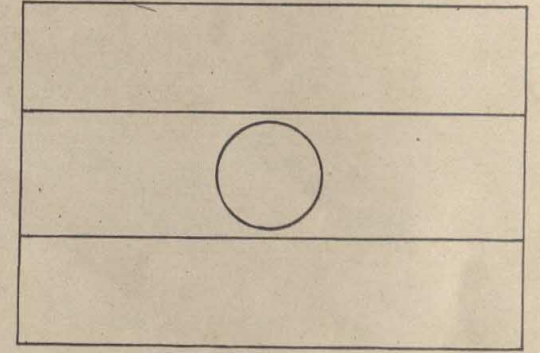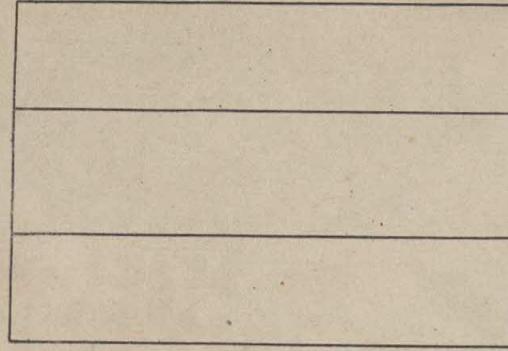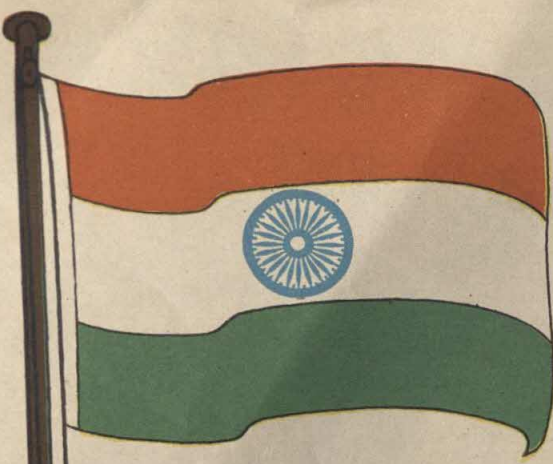
C.E.R.T, W.B. LIBRARY
Date 28.4.05
Accn. No 11142

এই আমাদের স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা। জাতির মান, সম্ভ্রম যা কিছু সবই জড়িয়ে আছে এই পতাকার সঙ্গে। তাই প্রাণ দিয়েও এই পতাকার সম্মান বজায় রাখতে হবে। এটা আঁকা কিংবা কাগজ বা কাপড়ে তৈরী করা সবারই শেখা উচিৎ। এর একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ এবং রং আছে, সেগুলো তোমরা জেনে রাখো নইলে যেমন তেমন করে একটা পতাকা তৈরী করলে জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করা হয়।

লম্বা দিকটা চওড়া দিকের দেড় গুণ। উপরে জাফরান রং আর নীচে সবুজ রং চওড়ায় সমান। মাঝখানের গাঢ় নীল রংএর চক্র সবুজ বা জাফরান রংএর চওড়া দিকের সমান মাপের, তার উপরে ও নীচে একটু সাদা ফাঁক থাকবে। সুতরাং মাঝখানের সাদা অংশটা চওড়ায় সবুজ বা জাফরানের চেয়ে একটু বেশী।
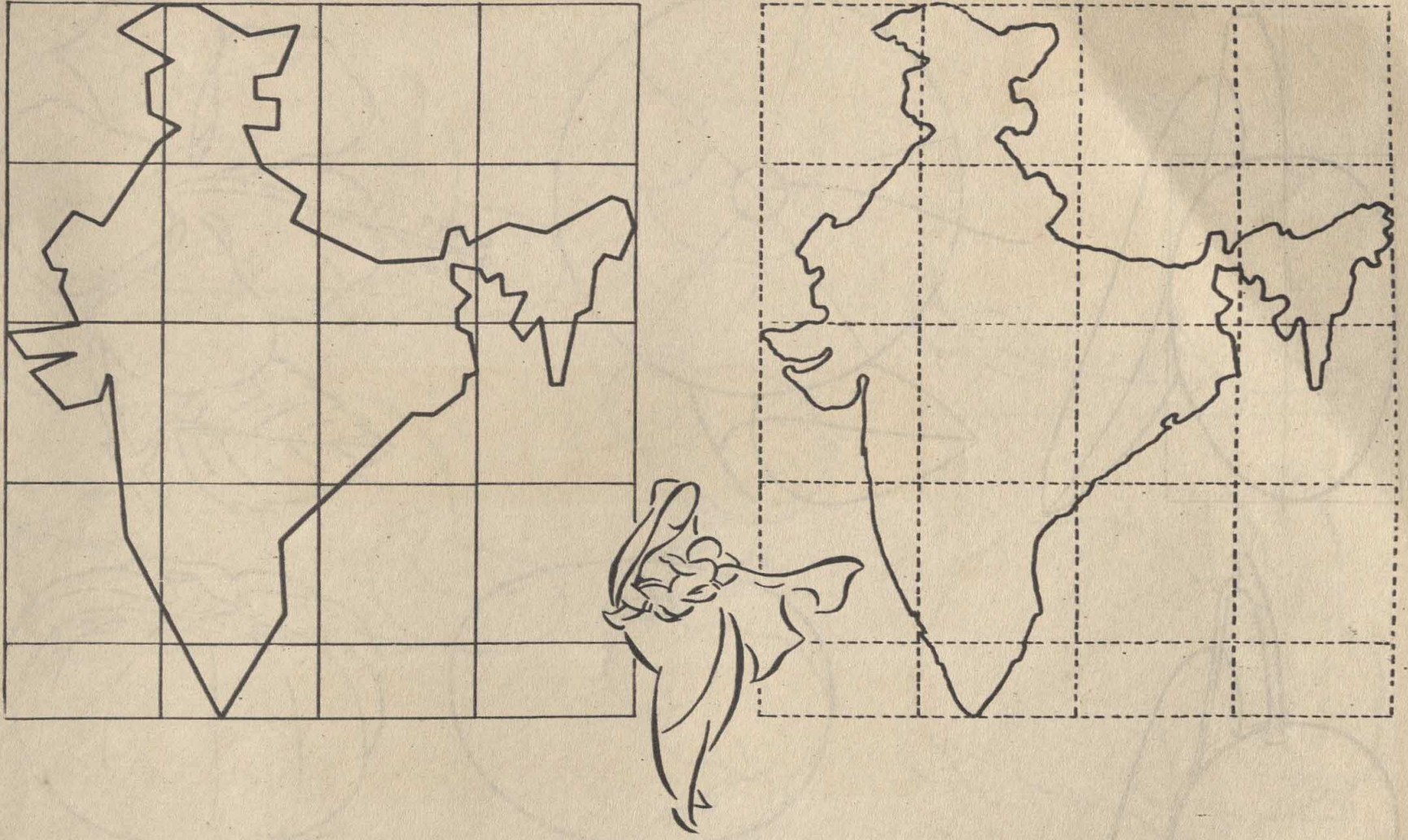
"সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি—"

ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি—আমরা ভারতবাসী জন্মেছি এই ভারত মায়ের কোলে। তাই আমাদের জন্মভূমির পানে তাকিয়ে স্পষ্টই দেখতে পাই, স্নেহময়ী মা যেন সন্তানকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের শান্ত মূর্ত্তিটি আমাদের মনের মধ্যে চিরদিনের জন্য আঁকা থাকা উচিৎ। আর ছেলেবেলায় শিখে রাখলে সারাজীবনে সে ছবি মন থেকে মুছবে না। ভারতভূমির মানচিত্র আঁকার মোটামুটি সহজ একটা উপায় জেনে রাখো। প্রথমে লম্বা-চওড়া সমান একটা চৌকো ঘর কর, তারপর তাকে দুদিক থেকেই সমান চার ভাগে ভাগ (মানে সমান ষোলটা ঘর) করে ছক টেনে নাও আর নীচের দিকে আধ ঘর বাড়িয়ে দাও। এই বার এখানকার ছবিটা দেখে দেখে ম্যাপের দাগটা ছকের কোন্ ঘরের কোন্ জায়গা দিয়ে গেছে লক্ষ্য করে করে এঁকে ফেলো।
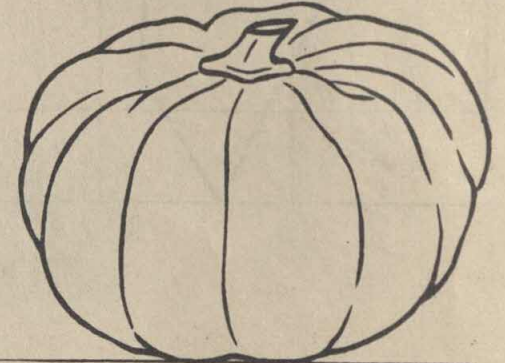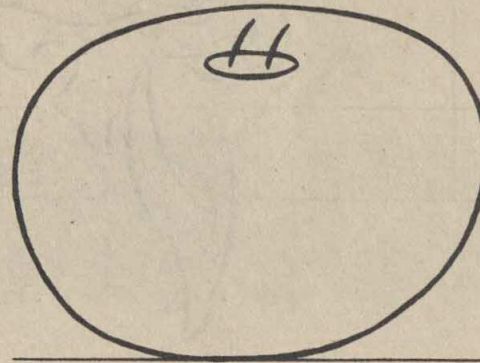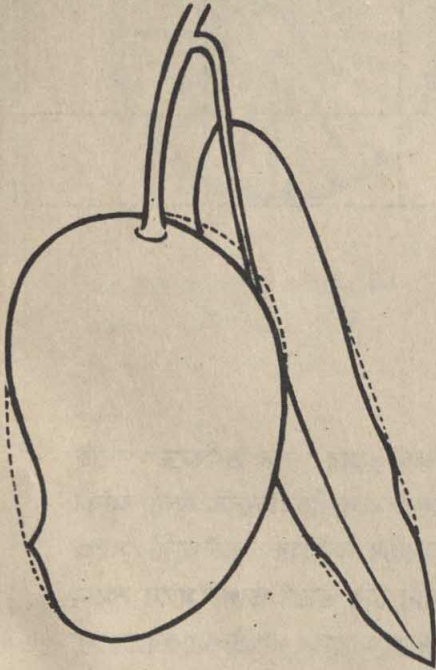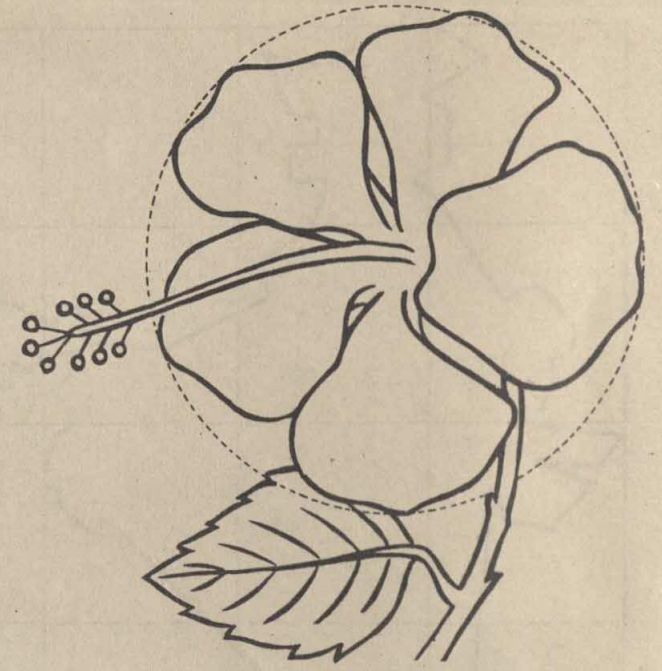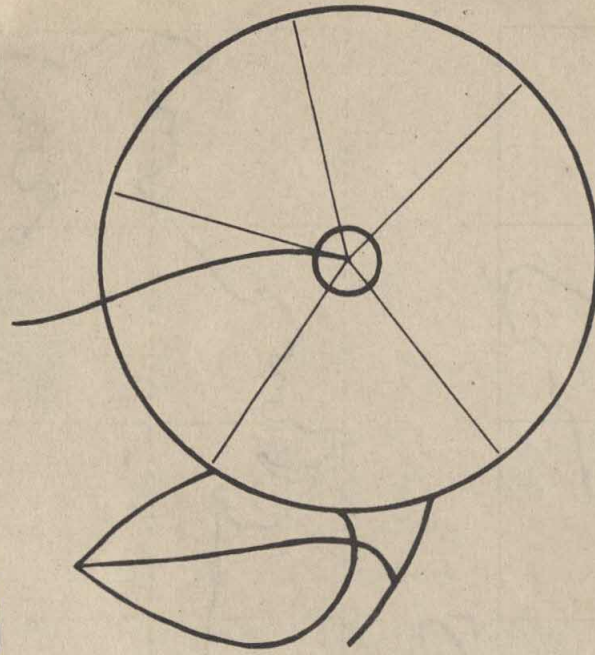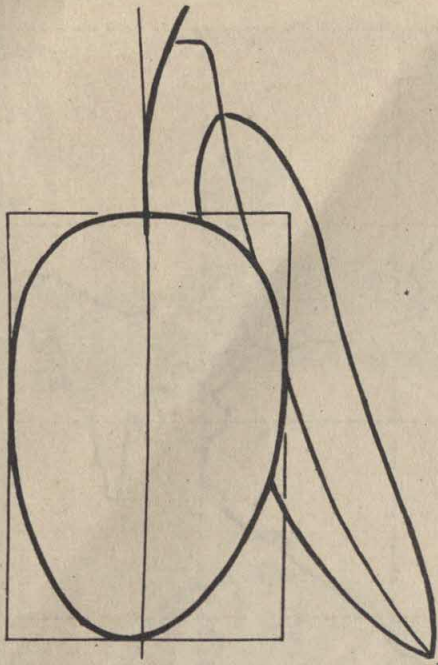
কয়েকটা ফুল, পাতা আর ফলের ছবি দেওয়া হল। দেখ ছবিগুলো এক একটা ছকের ভিতর আঁকা হয়েছে। ছকের রেখাগুলো মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে কেমন করে ছক করতে হয়। প্রথমেই এঁকে নিতে হয় তার জমির রেখাটি অর্থাৎ যার উপরে জিনিসটি দাঁড়িয়ে বা বসে আছে, তারপর তার গঠন বুঝে হাল্‌কা দাগে ছকটা করে নিতে হয়। ছক না করে আঁকতে আরম্ভ করলে দেখবে অনেক সময়ই তোমার কাগজের জায়গার চেয়ে ছবি খুব বড় কিংবা খুব ছোট হয়ে গেছে। ছক করে নিলে জিনিসের আকৃতিটি বেশ সহজে এসে যায়, আর কি করে লক্ষ্য করতে হয় তাও শেখা যায়।

9736
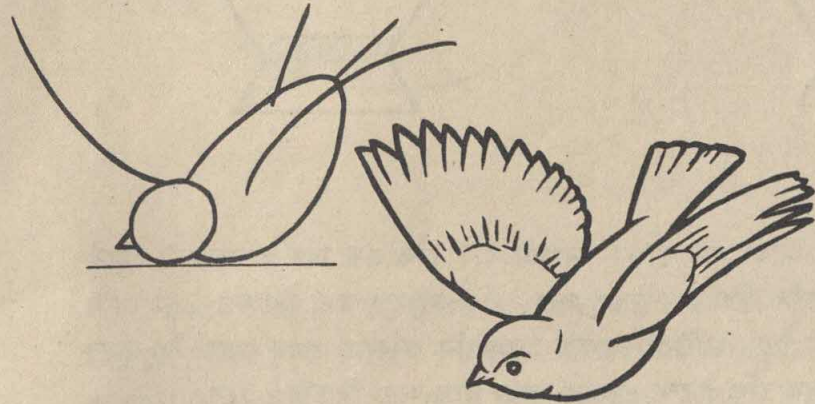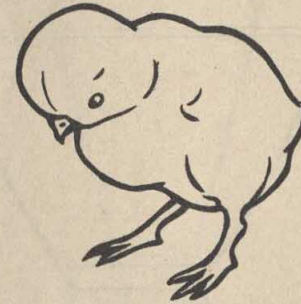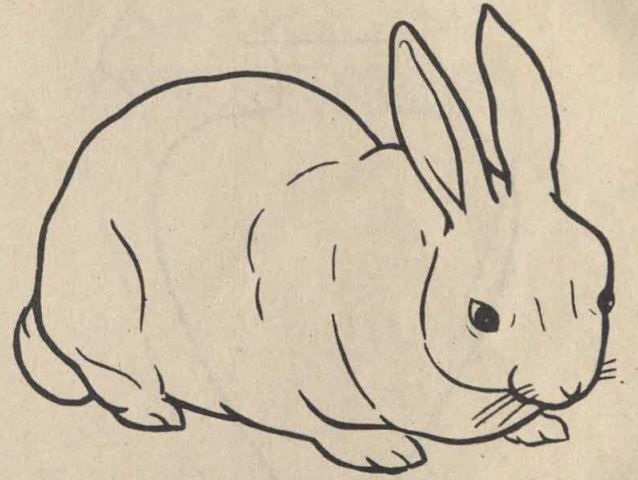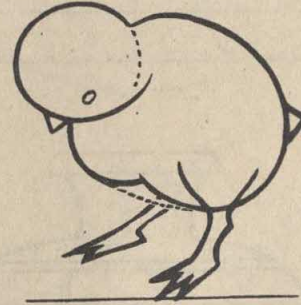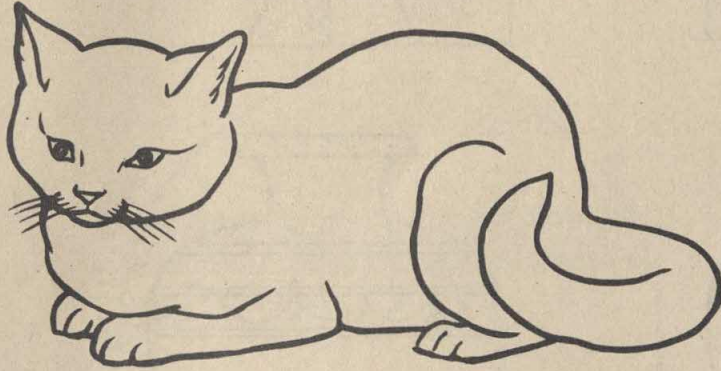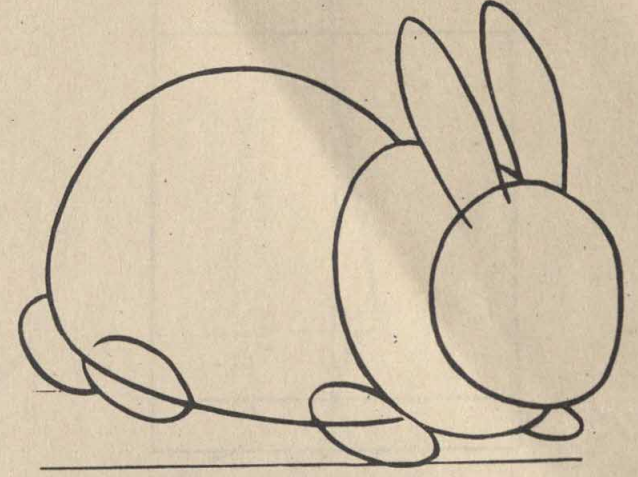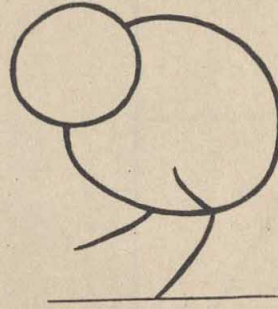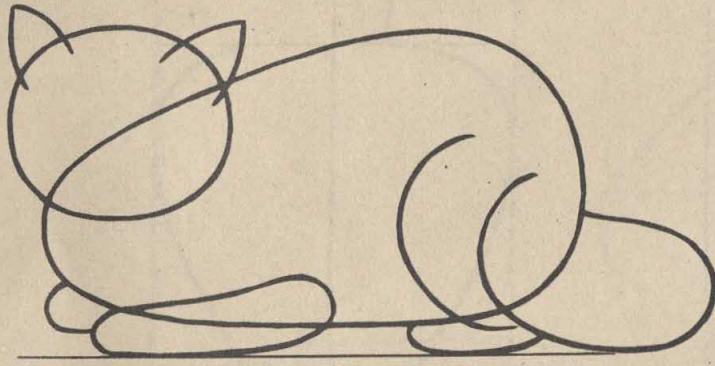
তোমাদের অত্যন্ত চেনাজানা কয়েকটা পশু পাখীর ছবি। এগুলোও আগের পৃষ্ঠার মতই প্রথমে ছক করে নিয়ে আঁকবে। একবারে না হয় দুবারে, নয়ত তিনবারে নিশ্চয় ঠিক হবে। একটা কথা মনে রেখো—রবার ব্যবহার যত কম করবে ততই ভাল। এতে তোমার নিজের রেখা ও নজর দুইএর উপরই বিশ্বাস বেড়ে যাবে, যাতে কিছুদিন পরে যে কোনো জিনিসের ছবি তুমি একটানে আঁকতে সাহস করবে—আর পারবেও।
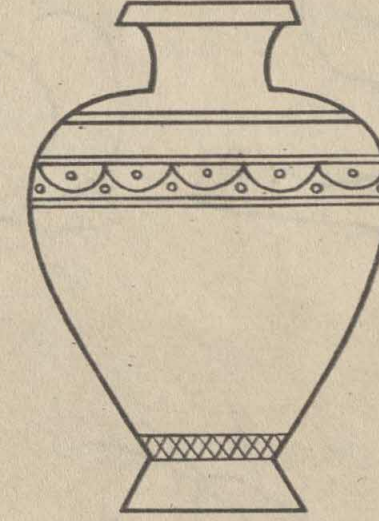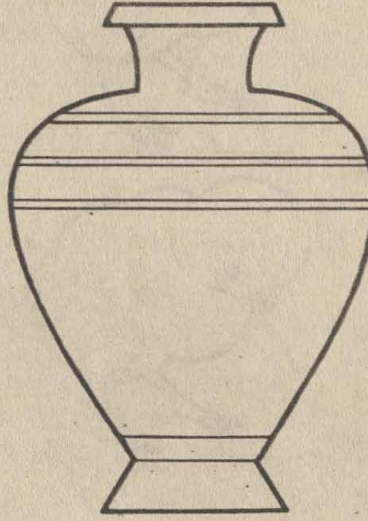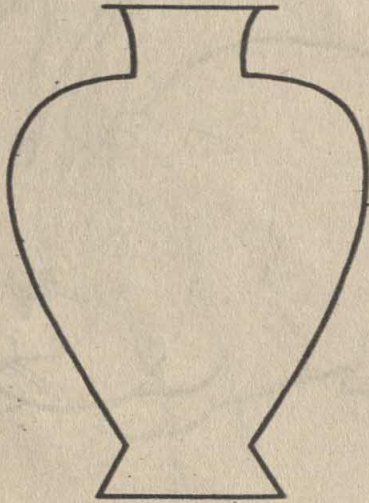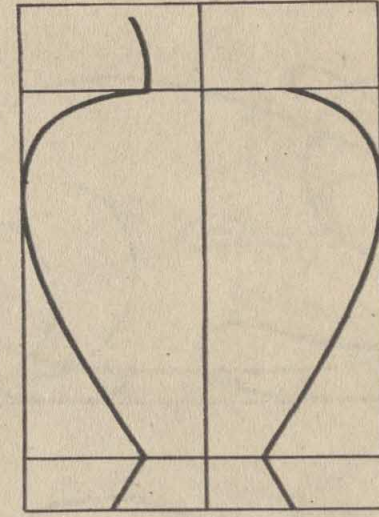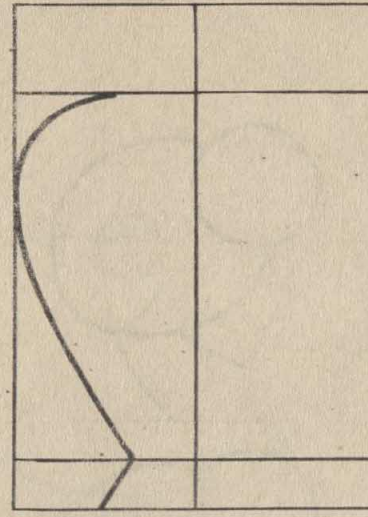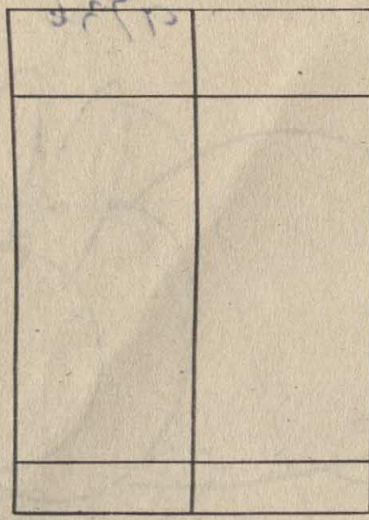
একে মডেল ড্রয়িং বলে। একটা কঠিন জিনিসের ছবি কত সহজে আঁকা যায় দেখ। দেখাটা যদি ঠিক হয় অর্থাৎ কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা কত বড় বা ছোট, কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা কত দূরে বা কাছে, এটা যদি ঠিক ধরে নিতে পার—ছবি আঁকতে আর কতক্ষণ! যে কোন জিনিস কাছে পাবে তাই সামনে রেখে আঁকতে চেষ্টা করবে। এখানে একটা চিনে মাটীর নক্সাকরা ফুলদানি আঁকতে প্রথম থেকে কি ভাবে আরম্ভ করতে হয় দেখানো হয়েছে। এই ভাবে ছক কেটে যে কোনো জিনিসের ছবি এঁকো, দেখবে সহজ হবে আর নির্ভুলও হবে।

এখানে হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো আর গাড়ু এই চারটে জিনিসের ছবি রয়েছে। প্রথমে কয়েকবার এগুলো ছেপে কিংবা দেখে দেখে আঁকো। তারপর আগের পৃষ্ঠায় যেমন ছক কেটে আঁকাব নিয়ম দেখানো হয়েছে তেমনি করে আঁকো। দু-একবার অমনি করে আঁকলেই ছক কাটার কায়দাটা তুমি শিখে নেবে। এমনি করে কয়েকদিন আঁকলে শেষে তুমি যে কোনো জিনিসের ছবি ছক ছাড়াই সহজে আঁকতে পারবে।
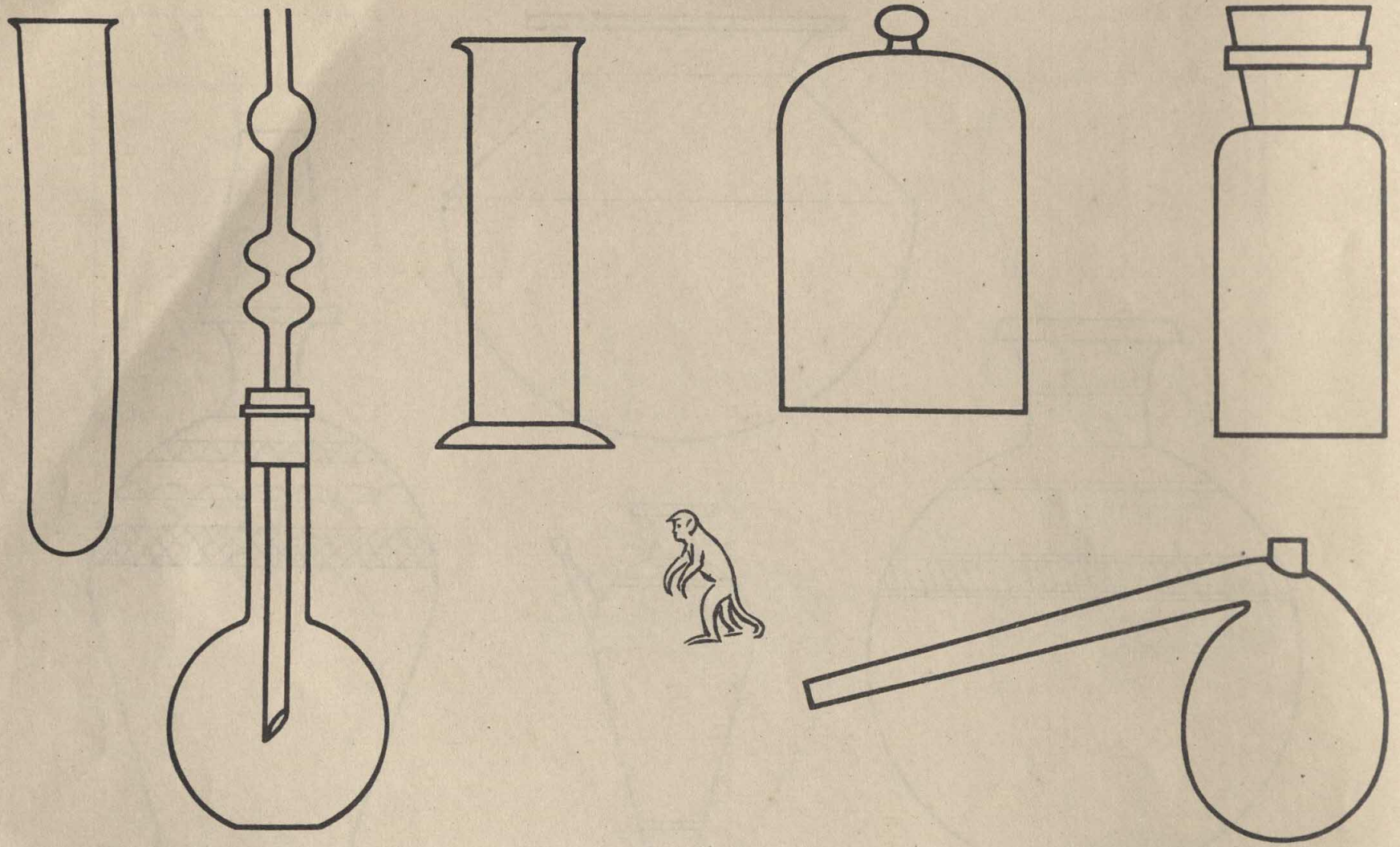
এগুলো হচ্ছে কতকগুলো কাঁচের পাত্র। বড় হয়ে যখন তোমরা বিজ্ঞান পড়বে এরকম অনেক জিনিসের ছবি তোমাদের আঁকতে হবে। এগুলোও প্রথমে ছক কেটে তারপর ছক না কেটে শুধু দেখে দেখে আঁকবে। যেটা সোজা মনে হবে সেটাই আগে করবে। এতে ড্রয়িংএর হাত তো ভাল হবেই তাছাড়া এগুলো আর এই ধরনের আরও সব জিনিসের ছবি আঁকা যদি শিখে রাখো তাহলে বড় হয়ে বিজ্ঞান পড়ার সময় তোমাদের খুব সুবিধে হবে। শিখতেও পারবে সহজে—পরীক্ষায় নম্বরও পাবে বেশী।
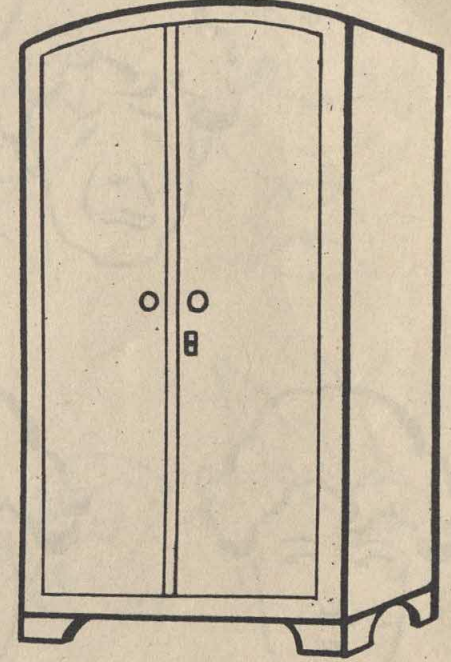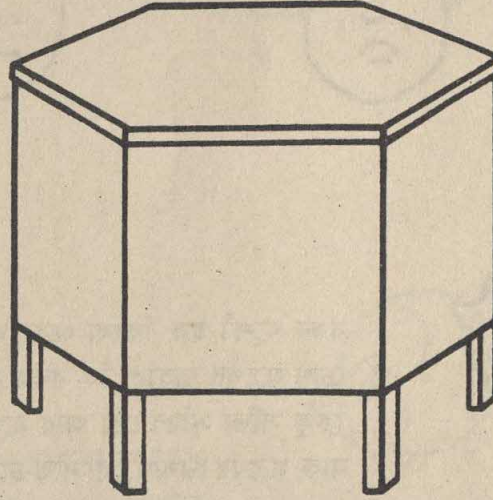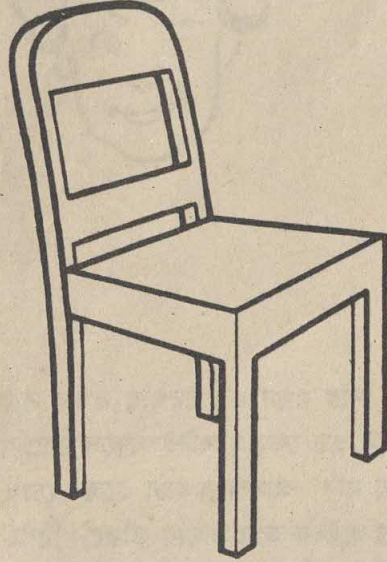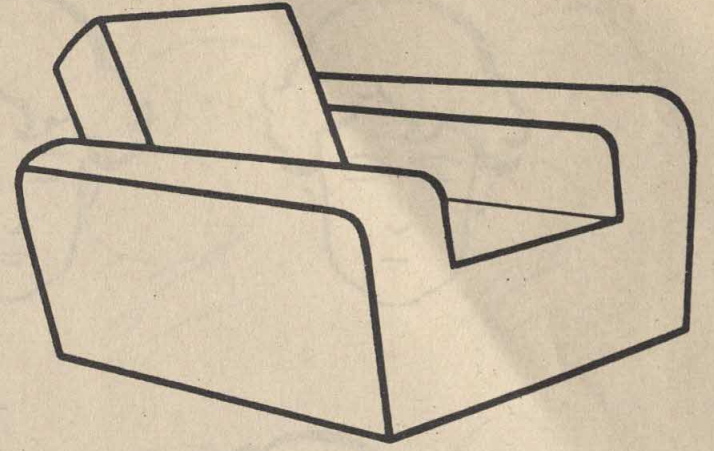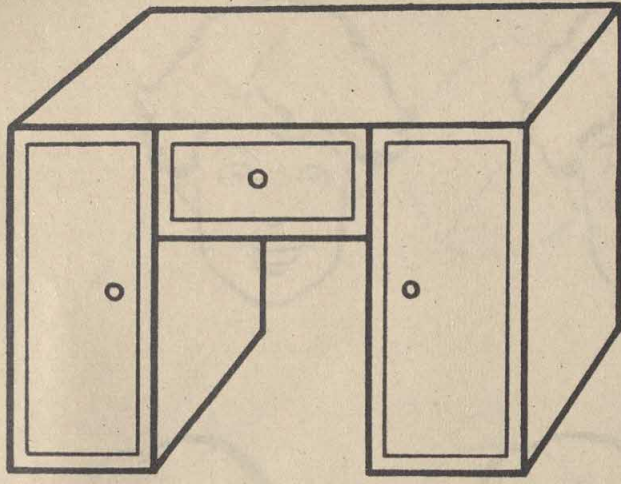
এবার টেবিল, চেয়ার, আলমারি, সোফার ছবি। এগুলো তো দেখে দেখে আঁকবেই, আর তোমাদের বাড়িতে যে সব টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আছে সেগুলোও আঁকবে, ঠিক আসলটার মতো হওয়া চাই কিন্তু। কারপেন্টারি মানে কাঠের কাজে তো এসবের ড্রয়িং না জানলেই নয়। তাছাড়া এতে ড্রয়িংএর জ্ঞান খুব বাড়ে—যেমন ধরো—চেয়ারের কোন্ পায়াটা কত দূরে—টেবিলের কোন্ দিকটা কোথা থেকে দেখলে কতটা দেখা যায় এসব ঠিক মতো শিখে নিতে পারলে অন্য যে কোনো জিনিসের ছবি আঁকার সময়ও খুব সুবিধে হয়।

এবারে তোমরা একটা খুব মজার ছবি আঁকা শিখে নাও। তোমরা তো জানো মানুষ যখন রাগ করে আর যখন খুশী হয়, কিংবা ধরো, যখন ভয় পায় আর যখন ভয় দেখায় তখন তার চোখ মুখের চেহারা কি রকম বদলে যায়—মনে হয় যেন মুখটাই বদলে গেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর মুখটা বদলে যায় না। আসল কথাটা হচ্ছে—চোখ, নাক, মুখের রেখাগুলো নড়ে-চড়ে যায়। সমস্ত মুখের আর মাথার ড্রয়িংটা ঠিকই রেখে শুধু চোখ, নাক আর ঠোঁটের রেখা কয়টা একটু আধটু বদলে দিলেই যে কত সহজে মুখের ভাবটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায় সেটা এখানে লক্ষ্য কর। এগুলো দেখে দেখে তো আঁকবেই—তাছাড়া এই মুখটার ড্রয়িং করে তাতে, আরশিতে নিজের মুখ দেখে রেখার পরিবর্তন লক্ষ্য কর আর নানারকম ভাব ফোটাবার চেষ্টা কর—দেখবে মোটেই কঠিন নয় আর বেশ মজা লাগে। বড় কাগজে এ'কে মুখে লাগিয়ে দেখো চমৎকার মুখোশ হবে।

STATE INSTITUTE OF ... Govt. of ...
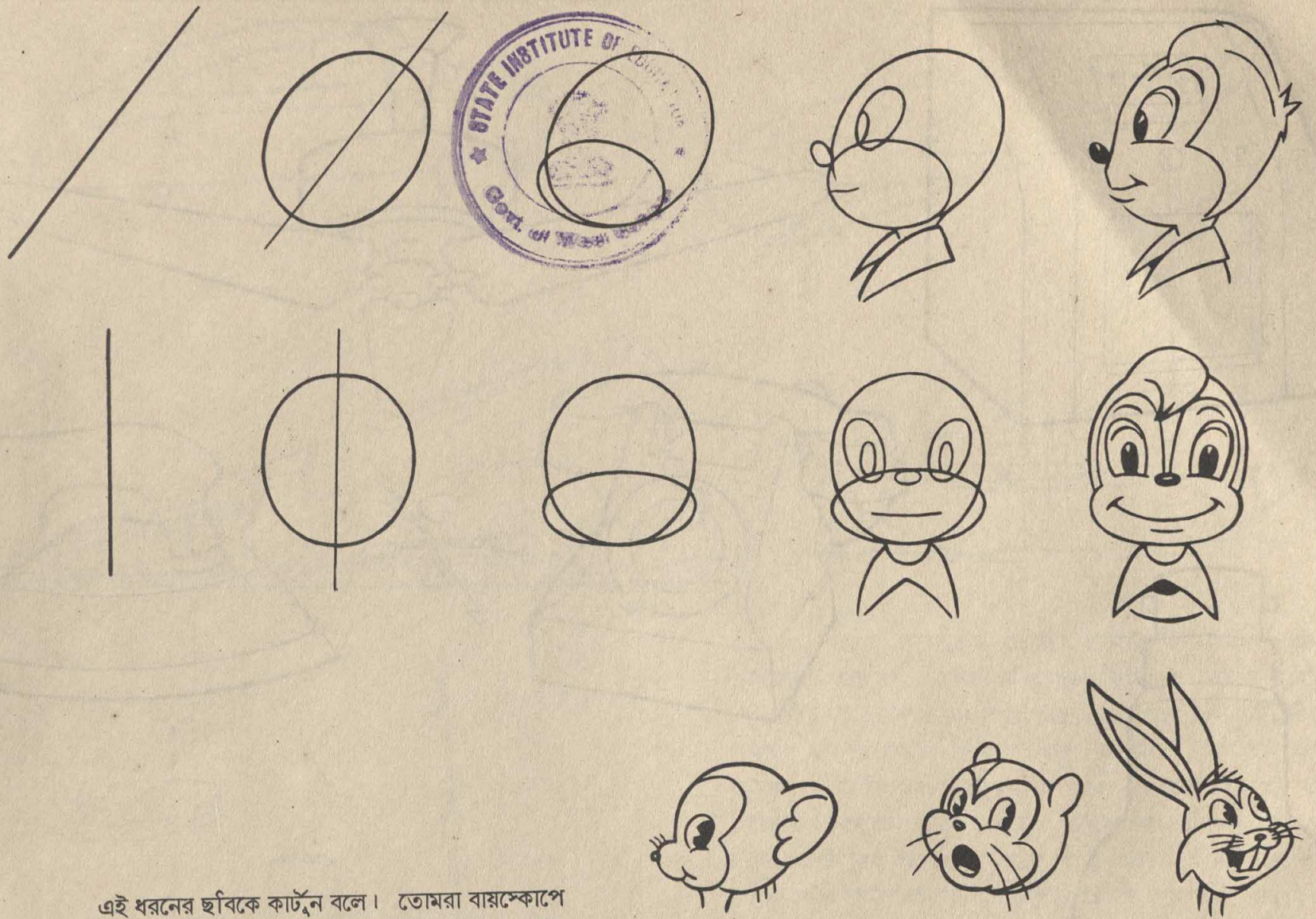
এই ধরনের ছবিকে কার্টুন বলে। তোমরা বায়স্কোপে মিকি মাউসের কার্টুন ছবি নিশ্চয় দেখেছ। কোন প্রাণীর ছবি যে সব রেখায় সাধারণ ভাবে আঁকা হয়, সেই রেখাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ মজাদার করে আঁকলেই কার্টুন ছবি হল। এখানে এই ধরনের কার্টুন আঁকার সহজ ছকগুলো লক্ষ্য কর। এমনি করে যে জিনিসের কার্টুন আঁকতে চাও প্রথমেই তার শরীরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে; পরে প্রধান রেখাটা দিয়ে তার পরে চোখ, নাক, মুখ সবই একটু আজগুবি ধরনে আঁকবে অর্থাৎ পশুর চালচলন মুখভঙ্গি হবে মানুষের মত আর মানুষের হবে পশুর মত, তাহলেই দেখতে বেশ মজার হবে।
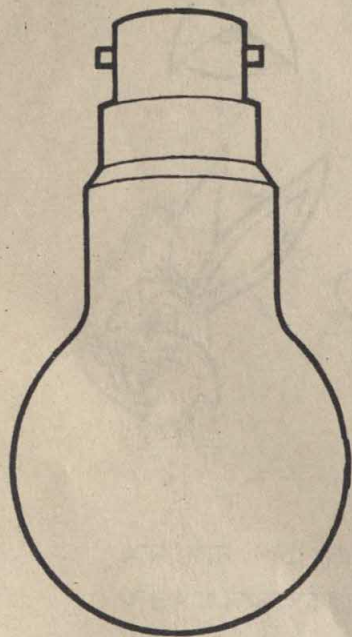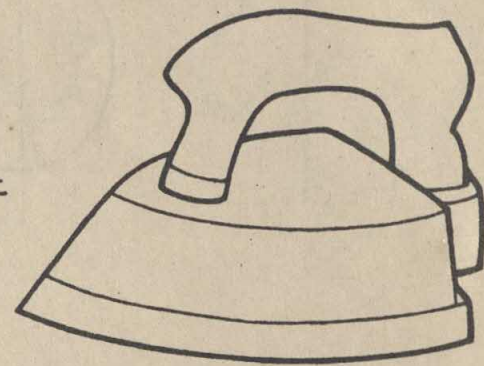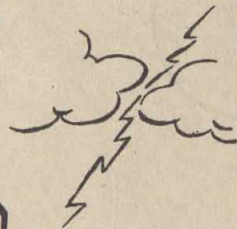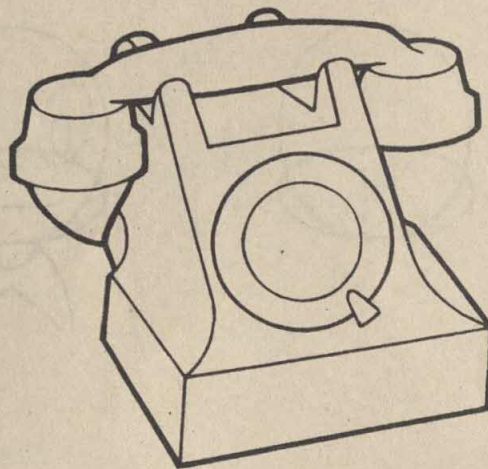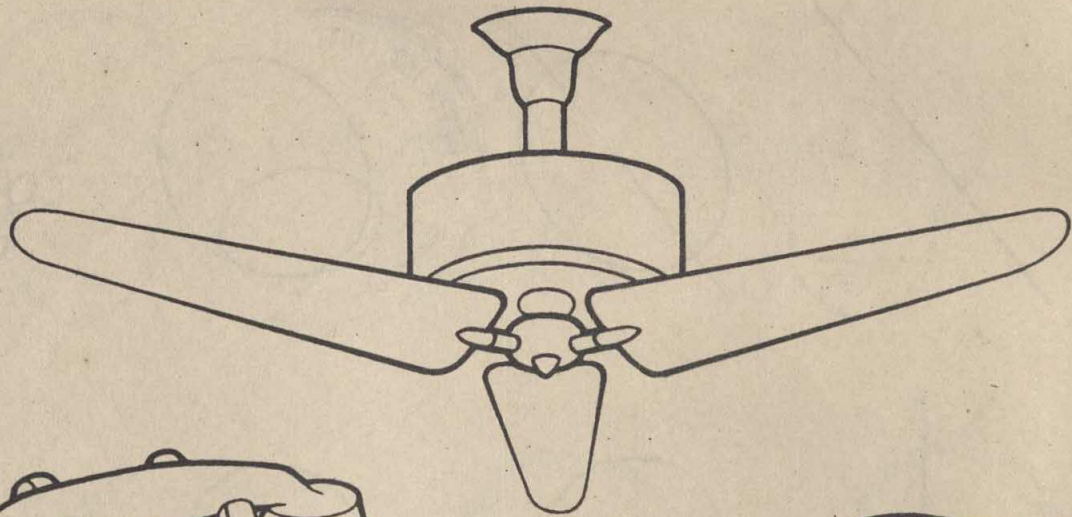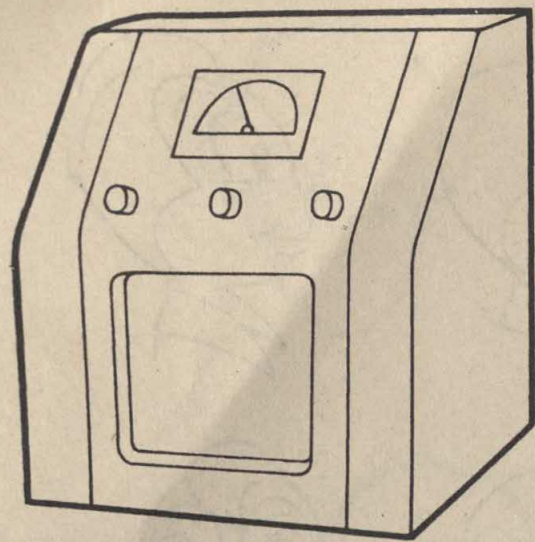
এগুলো তোমাদের ঘরোয়া জিনিসের ছবি। চেনাজানা জিনিসের ছবি করাই সুবিধে এ তো তোমাদের আগেই বলেছি। কত কম রেখায় জিনিসগুলো নিখুঁত করা যায় দেখ। প্রথমে ছবিগুলো দেখে দেখে আঁকো—আর খেয়াল রেখো—কি রকম ভাবে কোন্ রেখাটা রয়েছে, তাহলে এগুলোও মুখস্থ হবে—আর এই ধরনের জিনিস যখন দেখে আঁকার প্রয়োজন হবে তখন খুব সহজেই আঁকতে পারবে আর ড্রয়িংএর জ্ঞানও বাড়বে। আজকাল সব ব্যাপারেই ইলেক্‌ট্রিক—তাই এখন ভাল করে শিখে রাখো, পরে কাজে লাগবে।
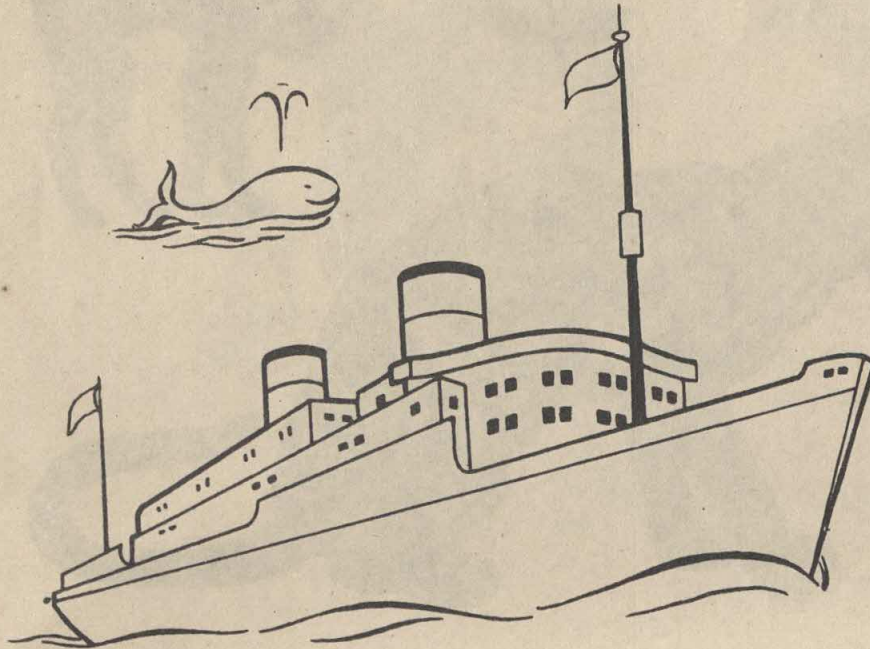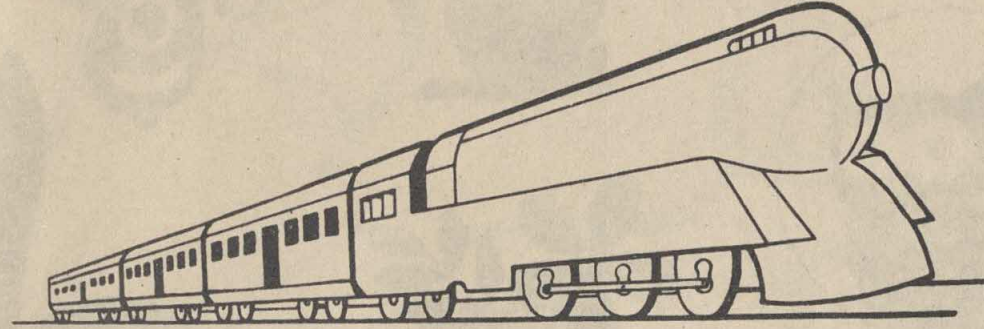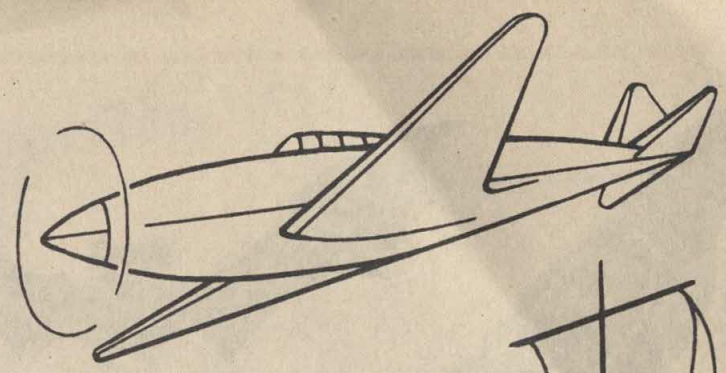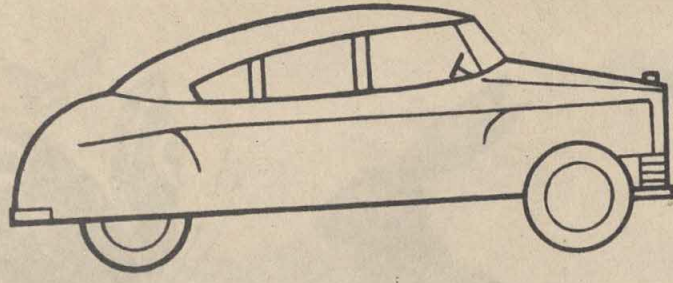
এ পাতার ছবিগুলো তোমরা চেনো সবাই—অনেক বারই দেখেছ। জাহাজ, এন্‌জিন, এরোপ্লেন কিংবা যে কোনো গাড়ীই খুব বড় বড় হয় বলে তার সারা গায়ে এমন অনেক ছোটখাট জিনিস থাকে যা পুরোপুরি একসঙ্গে আঁকা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে অল্প রেখায় কি আর আঁকা যায় না ওসব! এখানেই দেখ, কত কম রেখায় ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। আসল কথা—ঠিক কাঠামো বা মোটামুটি ঠিক চেহারাটা রাখতে হবে, তারপর ইচ্ছে হলে ওর ভিতরকার প্রধান বড় বড় জিনিসগুলোও যতটা সম্ভব এঁকে দেওয়া যায়—আবার না দিলেও খারাপ দেখায় না। এ সব জিনিসের ছবি আঁকার সবচেয়ে বড় লাভ হল—খুব বড় জিনিসের ছবি ছোট্ট জায়গায় আঁকার কায়দাটা শেখা যায়। একটা কথা মনে রাখবে যে জিনিসের ছবি আঁকছ সেটা তোমার ছবির তুলনায় কত বড় কিংবা কত ছোট, তারই উপর নির্ভর করবে ছোটখাট জিনিসগুলো দেওয়া না দেওয়া।

এ ছবিগুলো কেমন লাগছে? সব ল্যাপটানো কালো তবু দেখতে ভালই লাগে—কি বল? এই রকম ছবিকে আমরা ছায়া-ছবি বলতে পারি। তবে ছায়ার সবটাই কালো থাকে, কিন্তু ছবির বেলায় সামান্য একটু সাদা দিয়ে চোখটা অথবা সামান্য কয়েকটি রেখা দেওয়া চলে। আলো আর দেয়ালের মাঝখানে ভাই বোনদের বসিয়ে দাও, —নাক, মুখ যেন দেখা যায়; দেয়ালে ছায়াটার উপর একখানা কাগজ রেখে পেন্সিলে বাইরের রেখাটা টেনে দাও, ইচ্ছে হয়ত সবটা কালো মাখিয়ে দিতে পার। দেখো হুবহু চেহারা মিলে যাবে।

এখানে লক্ষ্য করে দেখ—ছবিগুলো সত্যিকারের পশুগুলোর থেকে একটু অন্যরকম করা হয়েছে। কেন জান? কোনো মজার গল্প বা ছড়ার সঙ্গে মিলিয়ে যদি মন থেকে ছবি আঁকতে হয়, তাহলে সেই পশু বা পাখীর দেহের বৈশিষ্ট্যটুকুকে বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে হয়। কতকটা কার্টুন ছবির মতো আর কি! এগুলো আঁকা হলে পেন্সিল ঘষে হাল্কা হাতে সেড্‌গুলো দিয়ে দাও।

মানুষগুলো কেউ বসে নেই—সবাই কাজে ব্যস্ত। ছবি আঁকতে চাও? মানুষটি কি করছে আর কি ভাবে আছে—এটা আগে লক্ষ্য করে মোটামুটি একটা ছক করে নাও, তারপর তাকেই একটু স্পষ্ট আর পরিষ্কার রেখায় এঁকে ফেলো। এতে যদি দেহের সব রেখা ঠিকমত নাও হয়, তবু তা ভাল দেখাবে। এমন কি কোনো কোনো সময় প্রধান রেখাগুলোর উপরে একটু বেশী জোরও দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে যাতে সে কি কাজ করছে তা পরিষ্কার বুঝা যায়। এরকম আরও কতকগুলো নিজের মন থেকেই এঁকে ফেলো না।
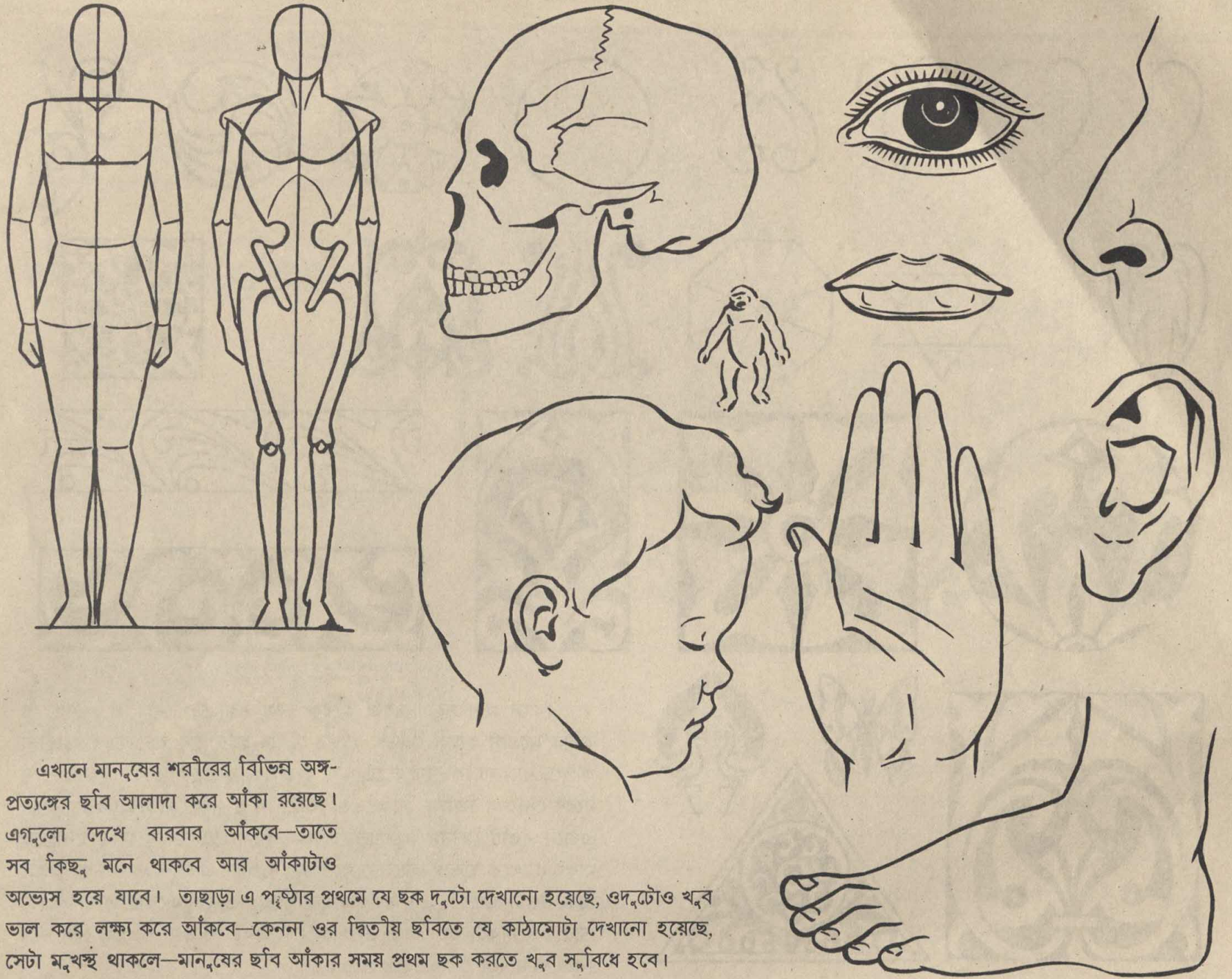
এখানে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি আলাদা করে আঁকা রয়েছে। এগুলো দেখে বারবার আঁকবে—তাতে সব কিছু মনে থাকবে আর আঁকাটাও অভ্যেস হয়ে যাবে। তাছাড়া এ পৃষ্ঠার প্রথমে যে ছক দুটো দেখানো হয়েছে, ওদুটোও খুব ভাল করে লক্ষ্য করে আঁকবে—কেননা ওর দ্বিতীয় ছবিতে যে কাঠামোটা দেখানো হয়েছে, সেটা মুখস্থ থাকলে—মানুষের ছবি আঁকার সময় প্রথম ছক করতে খুব সুবিধে হবে।

এখানে খুব সহজ সহজ কয়েক রকম নক্সা দেখানো হল। এগুলো আঁকা অভ্যেস করলে বিভিন্ন ভঙ্গির রেখায় হাত খুব পটু হয়। তাছাড়া কাপড়ে বা অন্য কিছুতে সুতোয় বা রংএ নক্সা করতে পারবে। অনেক সময় ঘরের সৌখিন জিনিস সাজাতেও কিছু কিছু নক্সা আঁকার দরকার হয়। এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য কর—নক্সাগুলোর যে কোনোটাকে মাঝখান থেকে দুভাগ করলে দেখবে তার দুপাশে একই রকমের নক্সা আছে ঠিক উল্টো ভাবে। এটা আঁকা খুব সহজ—প্রথমে মাঝের রেখাটি টেনে তার এক দিকটা করে নাও, তারপর সেটা একটা পাতলা কাগজে ট্রেস করে নিয়ে অন্যদিকে উল্টে ছেপে দাও।

9736
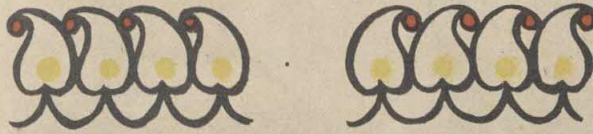
এখানে কয়েক রকম আলপনা দেওয়া হল। আগের পৃষ্ঠার নক্সার মতো আলপনাতেও একই ডিজাইন বারবার আঁকলে কিংবা একটা রেখার দুদিকে একই রকম করলে ভাল দেখায়; তবে পর পর নানা রকম নক্সা সাজিয়েও আলপনা হয়। এগুলো তোমরা প্রথমে কাগজে ছোট ছোট করে এঁকে অভ্যেস কর। তারপর মেঝেতে খড়ি দিয়ে এঁকে চালের গুঁড়ো জলে গুলে তাই দিয়ে আঁকবে। চালের গুঁড়োর সঙ্গে নানা রকম রং মিশিয়ে কিংবা শুধু গুঁড়ো-রং গুলেও আঁকতে পার। আলপনায় সাদা কাজই বেশী থাকবে আর রং হাল্কা ব্যবহার করবে। তাতে দেখতে খুব সুন্দর হবে। মেঝেতে বড় বৃত্ত আঁকার সময় একটি দড়ির একদিক বাঁ হাতে মাটিতে চেপে ধরে ডান হাতে দড়ির অন্য দিকে খড়ি বেঁধে টানবে—দেখবে চমৎকার বৃত্ত হবে।

Date 28. 4. 05
Accn. No. 11142

এবারে কয়েকটা ফুলদানি, গেলাস, এই সব আঁকো। রংএর চার্টটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে—কি কি রং মিশে কি কি রং হয়, জল মিশিয়ে কিংবা সাদা মিশিয়ে রং হাল্কা করতে হয় এ সবই তো তোমরা শিখে নিয়েছ। মনে না থাকলে দেখে নাও। আগে খুব পরিষ্কার করে পেন্সিল ড্রয়িংটা করে নেবে তারপর এখানকার রং দেখে দেখে রং লাগাবে। হলুদ রংএর কাজ আগে করবে, তারপরে লাল রংয়ের—শেষে সবুজ আর নীল রং লাগাবে। খেয়াল রেখো তুলি ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। যেখানে নীল বা সবুজ রং দিতে হবে, সেখানে যেন হলুদ বা লাল রং লেগে না যায়। কেননা হলুদের উপর নীল পড়লে সবুজ হয়ে যায় আর লালের উপর নীল ও সবুজ পড়লে বেগুনী আর খয়েরী হয়ে যায়। কালো রেখাগুলো দেবে একেবারে শেষে। তোমার পছন্দমতো রং বদলে দেখ না কেমন দেখায়।
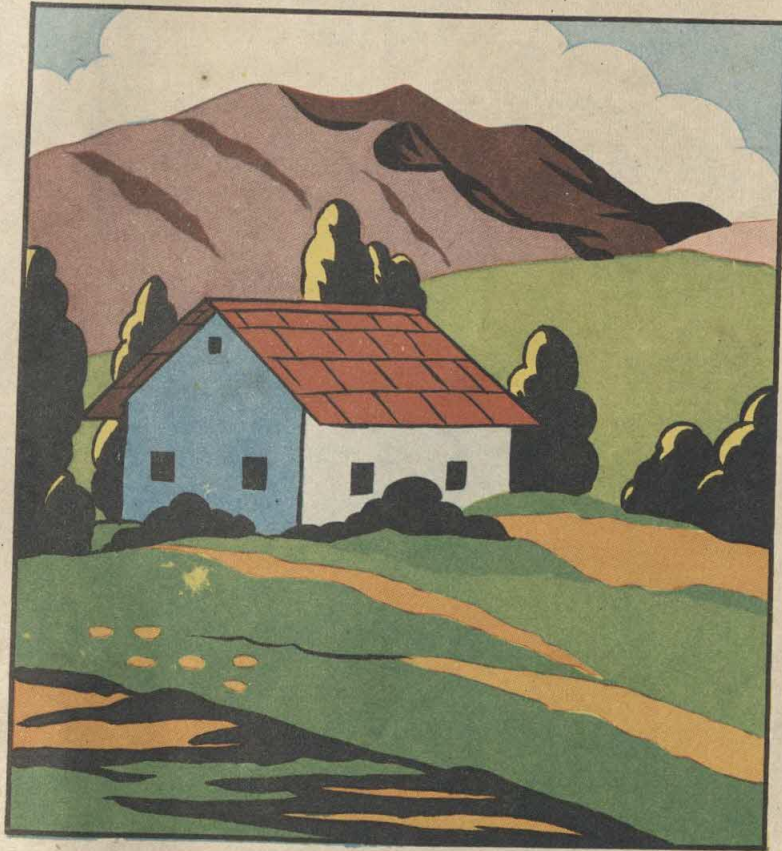
এখন তোমরা দু-একটি সিনারি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকো। প্রথমেই দেখ—গাছের ছবিই কত রকম হতে পারে। তারপর একটা নদী আর খানিকটা জমি এঁকে তার মধ্যে জায়গা মতো দু-একটা গাছ বসিয়ে দিলেই একটি সুন্দর সিনারি হয়ে গেল। আকাশ, পাহাড়, ঘর, খানিকটা জমি আর কয়েকটি ছোট ছোট গাছ দিয়ে কি সুন্দর ছবি হয় দেখ। এগুলো দেখে দেখে প্রথমে পেন্সিলে আঁকো তারপর রং দাও। কালো রেখা কিন্তু শেষে দেবে।

এই জিনিসগুলো দিয়ে আরও দু-একটা সিনারি আঁকো তো! দেখ—নিশ্চয় পারবে—কিছু কঠিন নয়।

আর একটি কাজ করবে—সব সময়ই ভাল ছবি দেখবে আর মনে মনে চিন্তা করবে কেন ওটা তোমার অতো ভাল লাগছে, বুঝতে না পারলে যিনি ভাল জানেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে।

ছবি-আঁকা

প্রায় সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েরই কাঠকয়লা, খড়ি, পেন্সিল কিংবা যা হোক একটা কিছু নিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটার অভ্যাস থাকে। কখনো কখনো দেখা যায় মাথার তেলে কাগজ ঘসে তার সাহায্যে তারা অন্য ছবিকে নকল বা ট্রেস করার চেষ্টা করে; এটা তার সহজাত অঙ্কন-স্পৃহারই পরিচায়ক। এই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে সব সময় আমরা যে প্রশ্রয় দিই তা নয় বরং বহুক্ষেত্রেই দমন করার চেষ্টা করি, যা মোটেই উচিত নয়। উপযুক্ত উৎসাহ ও নির্দেশ পেলে শৈশবের এই এলোমেলো চেষ্টাগুলোই হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনে তার পরিপূর্ণ বিকাশের হবে শ্রেষ্ঠ সহায়।

ছবি আঁকার ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও অনেক শিশুরই ধারণা আঁকাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার, অথচ আগ্রহের যে অভাব আছে তা নয়, তাই সে ট্রেস করে ছবি-আঁকতে চায় সহজ পন্থায়।

শিশুর অপরিণত মন এবং হাতকে স্বাধীনতা দিয়ে, তার হিজিবিজি আর এলোমেলো কল্পনাকে অব্যাহত রেখেই সস্নেহে ধীরে ধীরে তাকে চিত্রাঙ্কন শেখান যেতে পারে।

আজ ভারত সরকারের নবপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় নক্সা, ড্রয়িং, অঙ্কন-শিক্ষা ও কারিগরীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সর্বত্রই চিত্রাঙ্কনের বিশেষ প্রয়োজন। সৌন্দর্য্য বোধ, আনুপাতিক জ্ঞান আর রংএর চেতনা এই ত কারিগরীর গোড়ার কথা। এন্‌জিনিয়ারিংএর প্রথম পরিকল্পনা ড্রয়িংএ। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল আরও কত বিষয়েই চিত্রাঙ্কন অপরিহার্য্য, —চিত্রকলায় তো কথাই নাই।

চিত্রের সাহায্যে জাতীয়তা-বোধকে যত সহজে জাগ্রত করা যায় ততো আর কিছুতে নয়, আর অল্প সময়ে বেশী শেখাতে হলেও নক্সা বা চিত্র অপরিহার্য্য। তাই উন্নত দেশগুলোতে দেখতে পাই শিক্ষা-ব্যবস্থায় চিত্রাঙ্কনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অত্যাধিক।

— প্রকাশক —
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯
— মুদ্রাকর —
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা ৯
— পরিবেশক —
ইন্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
প্রথম মুদ্রণ—১৯৫৭—৫,৫০০
২য়—৫ম মুদ্রণ—৪০,০০০
৭ম মুদ্রণ—ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫—১০,০০০
মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা